প্রথম আলো

তারিখ ... 3 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালাবেন পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী পাস দলের লোক!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রবণতা শুধু কেশবপুরে নয় বরং অভয়নগর, বাঘারপাড়া, সদর উপজেলা, মনিরামপুর, শার্শাসহ জেলার সর্বত্র।

যেমন সদর উপজেলার চাচড়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজের সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে ওই বলেই দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষক সাখাওয়াত হোসেনকে। আবার রূপদিয়া কলেজে ইউএনওর পরিবর্তে পল্লী চিকিৎসক ও যশোর-৩ আসনের সাংসদ খালেদুর রহমান টিটোর ঘনিষ্ঠজন রেজাউল ইসলামকে সভাপতি করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বাঘারপাড়া উপজেলার চাড়াডিটা মাধ্যমিক স্কুলের সভাপতি করা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা ও প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পার না হওয়া হোসেন আলী সরদারকে।

এ বিষয়ে রূপদিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আইউব হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এমপি সাহেব সভাপতি মনোনয়ন দিলে আমরা কী করতে পারি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

যোগাযোগ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ গঠন নিয়ে অব্যবস্থা আছে, এ খবর তিনি পাচ্ছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ ক্ষেত্রে দলীয়করণ হয়ে আছে এবং এটি সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ক্ষতিকর। যাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে এবং যাঁরা অযোগ্য তাঁদের কেন নেওয়া হচ্ছে বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তিনি চান শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসুক এবং এ জন্য প্রয়োজনে যথেষ্ট শক্ত হবেন তিনি।

তবে জাতীয় সংসদের হুইপ ও যশোর-৬ (কেশবপুর-অভয়নগর) আসনের সাংসদ আবদুল ওহাব বলেন, দু-একটি ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত লোক কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন এমন হতে পারে। ঢালাওভাবে এটা হয়নি। আর ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা স্কুল-কলেজ কমিটিতে জায়গা পাবেন এটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেন তিনি।

হুইপ বলেন, সামাজিক ভিত্তি আছে এমন লোকদেরই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত লোকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাই তাঁদের সভাপতি করা নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা উচিত।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এ বিষয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দলীয়করণের বিষয়টি খুবই ভয়াবহ। আর যদি অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরা স্কুল-কলেজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হন, তাহলে সেটি তো আরও ভয়ঙ্কর। মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, অবশ্যই এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালায় পরিবর্তন আনা উচিত এবং যোগ্য লোক যাতে আসে, সে ব্যবস্থাও নেওয়া উচিত।

দলীয়করণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত: কেশবপুরে বাকবেশী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি করা হয়েছে স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মজিদকে। পঞ্চম শ্রেণী পাস তিনি। উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কাজী রফিকুল ইসলামকে স্থানীয় সাংসদের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কোমরপুল আইডিয়াল কলেজ ও সাগরদাড়ি ইনস্টিটিউটের সভাপতি করা হয়। অন্যদিকে থানা আওয়ামী লীগ প্রচার সম্পাদক অষ্টম শ্রেণী পাস কাজী ইমাম হয়েছেন সাতবাড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিনকে হাজি মোতালেব মহিলা কলেজ ও পাঁজিয়া কলেজের সভাপতি করতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব গেছে। রুহুল আমিন একটি হত্যা মামলার আসামি।

এ বিষয়ে রুহুল আমিন বলেন, তাঁর হাত দিয়ে অনেকেই সভাপতি হচ্ছেন। আর দলের জন্য যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ তাঁদের সভাপতি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নিজের খুনের মামলার বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া এই মামলা এখনো নিষ্পত্তি না হওয়ায় কলঙ্কের বোঝা তাঁর ঘাড়ে রয়ে গেছে।

জানা গেছে, কে সভাপতি হবেন এ বিষয়ে রুহুল আমিন স্থানীয় সাংসদের কাছে তালিকা পাঠান আর তাঁর ভিত্তিতে সাংসদ ডিও লেটার দেন। কেশবপুরের একজন সরকারি কর্মকর্তা আলাপকালে জানান, প্রতিদিনই দু-একটি করে সভাপতি পরিবর্তনের চিঠি তাঁদের দপ্তরে আসছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভয়নগরের পল্লীমঙ্গল কলেজের সভাপতি করা হয়েছে শুভরাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাককে। মহাকাল পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি করা হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহিউদ্দিনকে। পায়রাহাট ইউনাইটেড কলেজের সভাপতি হয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি গাজী নজরুল ইসলাম। উপজেলার অন্তত আরও ৩০টি প্রতিষ্ঠানে এভাবে আওয়ামী লীগ নেতাদের বেছে বেছে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, কোতোয়ালি উপজেলার কাজী নজরুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজের সভাপতি করা হয়েছে স্থানীয় সাংসদ খালেদুর রহমান টিটোর ঘনিষ্ঠজন আবুল কালাম আজাদকে। যশোর কলেজে জেলা প্রশাসক সভাপতি ছিলেন। এর পরিবর্তে সভাপতি করা হয়েছে পার্টস ব্যবসায়ী ও স্থানীয় সাংসদের ঘনিষ্ঠভাজন মোফাজ্জল হোসেন খসরুকে। উপশহর কলেজে জেলা প্রশাসকের পরিবর্তের সাংসদ টিটোর ঘনিষ্ঠভাজন হাবিবুর রহমান সভাপতি হয়েছেন। এভাবে কোতোয়ালি উপজেলায় ইতিমধ্যে শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতা ও সাংসদের ঘনিষ্ঠভাজনদের সভাপতি মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

ঢালাওভাবে স্কুল-কলেজ পরিচালনা পরিষদে সভাপতি পরিবর্তন বিষয়ে জানতে চাইলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক জামাল হোসেন বলেন, বিষয়টি তাঁদের জন্যও বিব্রতকর। তিনি বলেন, কলেজ সেকশনে তিনি চেষ্টা করছেন অপেক্ষাকৃত যোগ্য লোক যেন সভাপতি হতে পারেন। কলেজ পরিদর্শক আরও বলেন, কেন সাংসদেরা প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে সভাপতি পরিবর্তন চাইছেন, বিষয়টি তাঁরাও বুঝে উঠতে পারছেন না।

পরিবর্তনের কারণ: কেশবপুরের আওলাগাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন সংরক্ষিত নারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। অভিযোগ উঠেছে, পরিচালনা কমিটির সভাপতি হয়েই আবদুল আজিজ একজনকে চাকরি পাইয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন। আবার অভয়নগরের নওয়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ ও নওয়াপাড়া মডেল কলেজে পাঁচজন করে শিক্ষকের পদ খালি আছে। একাধিক আওয়ামী লীগের নেতা জানান, হুইপ আবদুল ওহাব তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, যেসব প্রতিষ্ঠানে পদ খালি থাকবে সেখানে আওয়ামী লীগ মনোভাবাপন্ন না হলে প্রার্থীরা নিয়োগ পাবেন না।

এদিকে সদর উপজেলার কাজী নজরুল ডিগ্রি কলেজে তিনজন শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এখানে পছন্দের লোককে চাকরি দিতে চায় সাংসদ টিটোর ঘনিষ্ঠজনেরা। একইভাবে শাহবাজপুর স্কুলে শিক্ষকের একটি পদ শূন্য রয়েছে। এভাবে জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কয়েক শ শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শূন্যপদগুলোতে পছন্দের লোকদের চাকরি যেন নিশ্চিত হয়, সে জন্যই ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নিজেদের লোকদের নিয়ে আসছেন সাংসদেরা।

নিয়ম লঙ্ঘন: বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি গঠন করতে পুরোনো নিয়ম সংশোধন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি বছরের ৮ জুন একটি প্রবিধান প্রণয়ন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এই প্রবিধানের ৫ ধারায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, 'কোনো স্থানীয় সাংসদ তাঁর নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমনসংখ্যক উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন যেন ওই এলাকায় অবস্থিত, এই প্রবিধানমালার আওতাভুক্ত নয় এরূপ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চারের অধিক না হয়।'

কিন্তু নিয়মের তোয়াক্কা না করে যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-কোতোয়ালি একাংশ) আসনের সাংসদ রঞ্জিত রায় ইতিমধ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছেন। এগুলো হলো সিঙ্গিয়া আদর্শ কলেজ, আলহেরা ডিগ্রি কলেজ, বাঘারপাড়া কলেজ, রায়পুর কলেজিয়েট স্কুল, খাজুরা ডিগ্রি কলেজ।

জানতে চাইলে এ বিষয়ে সাংসদ রঞ্জিত রায় বলেন, তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানে থেকে বাকিগুলো ছেড়ে দেবেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালাবেন পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী পাস দলের লোক!

আরিফুর রহমান, যশোর থেকে

সরেজমিন

কেশবপুরের আওলাগাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। সম্প্রতি স্থানীয় সাংসদ আবদুল ওহাবের সুপারিশে বিদ্যালয়টির সভাপতি হয়েছেন আবদুল আজিজ। তিনি মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি হলেও প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেননি বলে সেখানকার একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। আবার এলাকায় বিদ্যোৎসাহী হিসেবেও তাঁর পরিচিতি নেই। তবে তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের কৃষিবিষয়ক সম্পাদক।

আবদুল আজিজকে সভাপতি করার প্রতিবাদে ২০ আগস্ট থেকে টানা এক সপ্তাহ স্কুল বর্জন করে শিক্ষার্থীরা। প্রতিবাদ জানান অভিভাবকেরাও। বাধ্য হয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুল ছুটি ঘোষণা করেন।

একই উপজেলার সাতবাড়িয়া মাধ্যমিক স্কুলের সভাপতি হয়েছেন মশিয়ার রহমান। তিনি অষ্টম শ্রেণী পাস। থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকও তিনি। স্থানীয়ভাবে মাদকসেবী ও জুয়াড়ি বলে পরিচিত। বেশ কিছু মামলাও আছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইউএনওর পরিবর্তে তাঁকে সভাপতি মনোনয়ন দেওয়ার যুক্তি হিসেবে বলা হয়, তিনি বিদ্যোৎসাহী।

কেশবপুরের ৭২টি স্কুল, ১০টি কলেজ আর ৫৭টি মাদ্রাসা। এগুলোর বেশির ভাগের পরিচালনা পরিষদে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী, জুয়ার কারবারি আর মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের। কেশবপুরের উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের নেতা এইচ এম আমির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে অনেক জুয়ারি, মাদকাসক্ত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর কাছে অভিযোগ এসেছে।

জানা যায়, তাঁদের অনেকে এরই মধ্যে সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। আর কিছু শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনাধীন আছে। যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন এবং যাঁদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের বড় একটি অংশ আবার অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত।

প্রায় একই কথা বলেছেন কোতোয়ালি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহিত কুমার নাথ। যশোরে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, এই

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫